

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

ফাতেমা আফরোজ, ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, শাম্মী লায়লা ইসলাম,
দিপু রায়, শাহজাদা এম আকরাম

১২ মার্চ ২০১৫

- দুর্নীতি সমাজের সকল স্তরকে প্রভাবিত করে, যার শিকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী - দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব
- দুর্নীতির সাথে জেভারের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার বিষয়বস্তু
 - নারীরা পুরুষের চেয়ে কম বা বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত কিনা
 - প্রথম ধারা: দুর্নীতির সাথে নারীর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক - সরকার ও প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিক অংশগ্রহণ দুর্নীতিহ্রাসে সহায়ক
 - দ্বিতীয় ধারা: দুর্নীতির লৈঙ্গিক ভিন্নতা সর্বজনীন নয়, বরং তা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান-নির্ভর; নারীরা দুর্নীতির ‘পুরুষ-শাসিত নেটওয়ার্ক’-এর বাইরে অবস্থান করে
 - নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব
 - নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু প্রকাশ করতে কম সক্ষম
 - সরকারের জনসেবা ব্যবস্থার (যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) প্রাথমিক সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার

- দুর্নীতির সাথে জেভারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার সময় কিছু বিষয়, যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য, মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা/ নারী নির্যাতন ও অপরাধ ইত্যাদিকে দুর্নীতির সাথে মিলিয়ে ফেলার প্রবণতা
- নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন - নারীদের মতে শারীরিক লাঞ্ছনা, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন ইত্যাদিও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত; একইসাথে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়
- দুর্নীতি পরিমাপে ব্যবহৃত সূচকসমূহ জেভার সংবেদনশীল নয় (gender blind); দুর্নীতির জেভার মাত্রা পরিমাপে নতুন সূচক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন
- জেভার ও দুর্নীতির বিভিন্ন আলোচনায় দুর্নীতিকে নারীর অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত
- দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পর্ক নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন

- একদিকে বিভিন্ন গবেষণায় নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, অন্যদিকে বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানে সুশাসন ও দুর্নীতি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হলেও বাংলাদেশী নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ওপর উন্নয়ন ডিসকোর্সে বিস্তারিত গবেষণার অভাব
- টিআইবি'র কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেভার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
- দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা হলে তা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে
- নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে

সার্বিক উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১. নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা
২. কী কী আর্থ-সামাজিক উপাদান নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে করে তা পর্যালোচনা করা
৩. দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে জেভার সংবেদনশীল নীতি সুপারিশ প্রস্তাব করা

- একটি গুণগত গবেষণা; গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ
 - অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ - দারিদ্র্যের হারের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচিত দুইটি জেলার দুইটি ইউনিয়নে চারমাস অবস্থান করে নারীদের ব্যক্তিগত, দৈনন্দিন ও সামাজিক অভিজ্ঞতা গভীরভাবে জানা
 - নিবিড় সাক্ষাৎকার - দুর্নীতির সম্মুখীন হয়েছেন বা জ্ঞাত রয়েছেন এমন নারী (৬৬ জন) বা তার পরিবারের সদস্য শনাক্ত করে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা
 - মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার - সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ/ সেবাদাতা (১৩ জন)
 - দলগত আলোচনা - মোট ২৭ জন নারী অংশগ্রহণকারীর সাথে চারটি দলগত আলোচনা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ
 - প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস - নিবিড় সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণকারী নারী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্তৃপক্ষ/ অংশীজন
 - পরোক্ষ তথ্যের উৎস - বিষয়-সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, কার্যপত্র, সরকারি প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও বিশ্লেষণ

গবেষণার আওতা

- গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা - “ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার”
- নারীর দৃষ্টিভঙ্গি - গবেষণা এলাকার নারীরা দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কেন তা তাদের বক্তব্য/ মতামত থেকে বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন অবস্থানে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা - দুর্নীতির শিকার ও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে, সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা
- প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা ও গবেষণা পদ্ধতি বিবেচনায় রেখে শুধু পল্লি অঞ্চলের (ইউনিয়ন পর্যায়ে) নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা
- ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে - স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, পুলিশ, বিচারিক সেবা, এনজিও, ভূমি, ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য খাত
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারীদের জীবনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

গবেষণার সময়

- মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ: জুন - অক্টোবর ২০১৩
- গবেষণার সময়: জানুয়ারি ২০১৩ - ডিসেম্বর ২০১৪

গবেষণা এলাকা পরিচিতি

- গবেষণার আওতাভুক্ত দুইটি ইউনিয়নই কৃষিপ্রধান অঞ্চল; এছাড়া অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, দিনমজুর ইত্যাদি; কৃষি খাতসহ বাজার, দোকান ও ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কম
- গাজীপুরের ইউনিয়নের গড় মাসিক আয় তুলনামূলকভাবে বেশি; আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স
- দুইটি ইউনিয়ন মুসলিমপ্রধান; অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ইউনিয়নের একপ্রান্তে বসবাস করে
- বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় খুব সীমিত; স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও এনজিও খাতে নারীদের সেবা গ্রহণের হার বেশি
- নারীরা পারিবারিক সম্পত্তি তুলনামূলকভাবে কম পায়; সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের সাথে এক ধরনের পারিবারিক সমঝোতা করা হয়
- মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের হার বেশি; যৌতুক সামাজিকভাবে বাধ্যতামূলক; পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের সংখ্যা খুব কম

গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি

- দুর্নীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী
- প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ক্ষেত্রে “সেবাদাতা যদি চায় তাহলে তা ঘুষ, নিজে থেকে দিলে তা ঘুষ নয়”
- পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব বিষয় দুর্নীতির ধারণার অন্তর্ভুক্ত
 - বাবা/ স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া
 - উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল না পাওয়া
 - উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বাজারদরের চেয়ে কম দামে ভাইদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া
 - ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসাৎ - ঋণের টাকা, স্বামীর টাকা আত্মসাৎ
- যৌন হয়রানি/ নিপীড়ন যার বিনিময়ে সেবা বা কোনো সুবিধা দেওয়া
- দুর্নীতিকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা

■ দুর্নীতির শিকার (victim) হিসেবে

- বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা - স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক
- নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা - প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি/ভিজিএফ, মাটি কাটার কাজ, নারী নির্যাতন মামলা দায়ের, উপবৃত্তি
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া - ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকি
- বিশেষ ক্ষেত্র - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটায় নিয়োগ, প্রজনন স্বাস্থ্যকর্মীর টার্গেট পূরণের জন্য ‘রোগী’ হিসেবে বিক্রি হওয়া, ইউনিয়ন পরিষদে বিচার-সালিশ, গাছ পাহারা দেওয়ার কাজ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা (চলমান)

■ দুর্নীতির সংঘটক (actor) হিসেবে

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ দেওয়া (যেমন শিক্ষা অফিস, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার-সালিশ, স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ)
- চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা দেওয়া - পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (এফডব্লিউডি) পদে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা, প্রাথমিক শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য দুই লাখ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে চাওয়া
- বিভিন্ন খাতে নারী সেবা প্রদানকারীদের একটি অংশের দুর্নীতি
 - স্বাস্থ্য খাত - আত্মসাৎ, ওষুধ বিক্রি, খারাপ ব্যবহার, টার্গেট পূরণের জন্য ‘রোগী কেনা’, না জানিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দেওয়া
 - শিক্ষা খাত - দায়িত্বে অবহেলা, উপবৃত্তি বিতরণে নিয়ম-বহির্ভূত টাকা আদায়, কোচিং পড়তে বাধ্য করা
 - স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান - সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে (অন্তর্ভুক্তি, বিতরণ) নিয়ম-বহির্ভূত টাকা আদায়, জালিয়াতিতে সহায়তা
 - ভূমি, কৃষি ব্যাংক - সেবা প্রদানে অর্থ আদায়

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা (চলমান)

■ দুর্নীতির মাধ্যম (instrument) হিসেবে

■ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার

- উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে স্বাক্ষর
- নারীকে ব্যবহার করে এনজিও, ব্যাংক ঋণ বা দাদনের টাকা আত্মসাৎ
- ইউনিয়ন ভূমি অফিসে নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধ অর্থ আদায়

■ পরোক্ষ অভিজ্ঞতা

- বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে মেস্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরি
- বাল্যবিবাহে কাজীর দুর্নীতি
- বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচিতদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা

■ দুর্নীতির ধরন (type)

- **আর্থিক দুর্নীতি** - ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, প্রতারণা
- **সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি** - দায়িত্বে অবহেলা, দুর্ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার, স্বজনপ্রীতি
- **লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি** - যৌন নিপীড়ন, যৌন হয়রানি

দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীর কৌশল

- দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - মাটি কাটার কাজে ইউপি সদস্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, প্রধান শিক্ষক হিসেবে উদ্যোগ, পূর্বতন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ
- দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করা
 - নিজে দুর্নীতি না করা
 - সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানো
- পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যাওয়া বা সেবার জন্য যোগাযোগ

নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

■ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রভাব

- **মৃত্যু** - বেসরকারি ক্লিনিকে ডাক্তারের অবহেলার কারণে
- **শারীরিক ক্ষতি** - জরায়ু কেটে ফেলা; ভুল জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন; স্বাস্থ্য ঝুঁকি
- **আর্থিক ক্ষতি** - অতিরিক্ত ব্যয়; নির্ধারিত প্রাপ্য না পাওয়া; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হওয়া; জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দেওয়ায় উপার্জনের মাধ্যম হারানো; ঋণগ্রস্ত হওয়া; আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব
- **প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া** - বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সেবা
- **ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া** - ইউনিয়ন পরিষদের সালিশি ও আদালতের মামলায়
- **অধিকার হরণ** - বিচার প্রাপ্তি, তথ্য প্রাপ্তির অধিকার
- **ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া** - নিজে দুর্নীতি করার কারণে; দুর্নীতির মাধ্যমে কাজ আদায় হওয়া

■ সামাজিক প্রভাব

- দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ
- সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

■ রাজনৈতিক প্রভাব - নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা: কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-
সামাজিক কাঠামো

ক্ষমতায়নের ঘাটতি

অভিগম্যতার
ঘাটতি

সুশাসনের ঘাটতি

ফলাফল

দুর্নীতির শিকার, সংঘটক ও
মাধ্যম হিসেবে প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা

দুর্নীতির পরোক্ষ অভিজ্ঞতা

ঘুষ, চাঁদাবাজি, আত্মসাৎ,
দায়িত্বে অবহেলা, প্রভাব
বিস্তার, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি
বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির
অভিজ্ঞতা

প্রভাব

ব্যক্তিগত - শারীরিক ক্ষতি;
দারিদ্র্যকরণ; আর্থিক ক্ষতি/
বঞ্চনা; প্রাপ্য সেবা থেকে
বঞ্চিত হওয়া; ন্যায়বিচার থেকে
বঞ্চিত হওয়া; অধিকার হরণ;
ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া

সামাজিক - দুর্নীতির
প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; মূল্যবোধের
অবক্ষয়

রাজনৈতিক - নারীর ক্ষমতায়ন
প্রক্রিয়া ব্যাহত

গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- **দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ** - নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেয়; মূল্যবোধের অবক্ষয় দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে
- **দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা**
 - আইন ও সমাজ দ্বারা আরোপিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে
 - তাদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে বঞ্চনা (উত্তরাধিকার ও ভূমির ওপর অধিকার), বৈষম্য (প্রাপ্যতা, সম্পদের ক্ষেত্রে), এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত
- **নারী দুর্নীতির সাথে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে** - শিকার, সংঘটক, মাধ্যম, সুবিধাভোগী
- **নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি মাত্রা যোগ করে**
 - নারী হওয়ার কারণে বিশেষ কোনো ছাড় পায় না তবে ক্ষেত্রবিশেষে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়
 - বিশেষ ধরনের দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়
 - সেবা পেতে বা কোনো সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো নারী সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি বা সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে

- গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতায়ন, অভিজ্ঞতা ও সুশাসনের ঘাটতি নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে
 - ক্ষমতা-কাঠামোয় ওপরে অবস্থানকারীদের দ্বারা নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়
 - প্রান্তিক (peripheral/ marginalized) নারীদের (দরিদ্র, পুরুষ অভিভাবকহীন, বয়োবৃদ্ধ, অমুসলিম) দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি
- দুর্নীতি মোকাবেলায় পল্লি-নারীদের নিজস্ব কৌশল রয়েছে

নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে

১. দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, বিশেষকরে শহরাঞ্চলের চিত্র, দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণ, দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন
২. নারীর সংবিধান-প্রদত্ত সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্মানজনক স্বীকৃতি ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।
৩. নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে
৪. ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেন তা সমতাভিত্তিক ও আনুপাতিক হয়
৫. প্রযোজ্য খাতে/ প্রতিষ্ঠানে ‘ওয়ান স্টপ সেবা’র প্রচলন করতে হবে

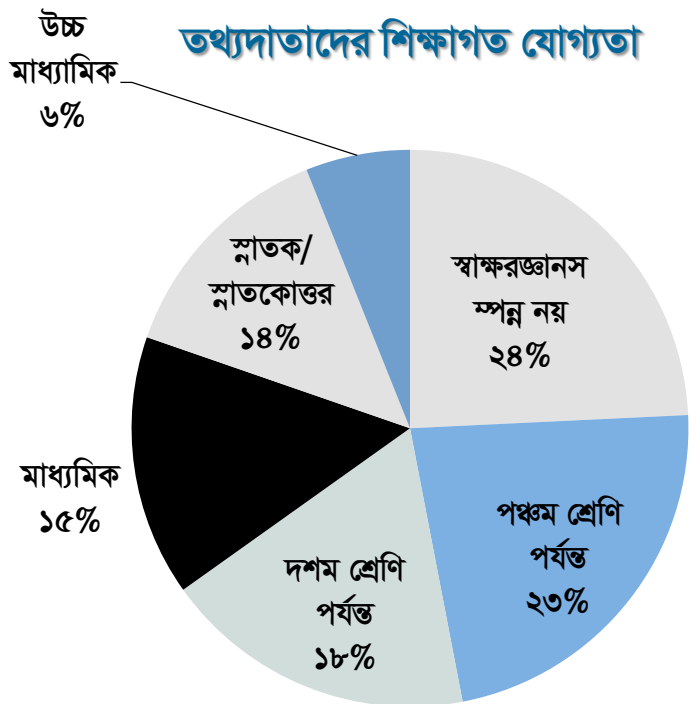
বাস্তবায়ন পর্যায়ে

৬. যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যান সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা, বিশেষকরে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে, এবং নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে
৭. নারীদের জন্য বিশেষ সেবার কার্যকর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে
৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজ ও নারী সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে
৯. সবগুলো সেবাখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের (ডিজিটাইজেশন) মাধ্যমে দুর্নীতি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হবে
১০. সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ অভিযোগ করার একটি নারী-বান্ধব ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনের শাসনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে

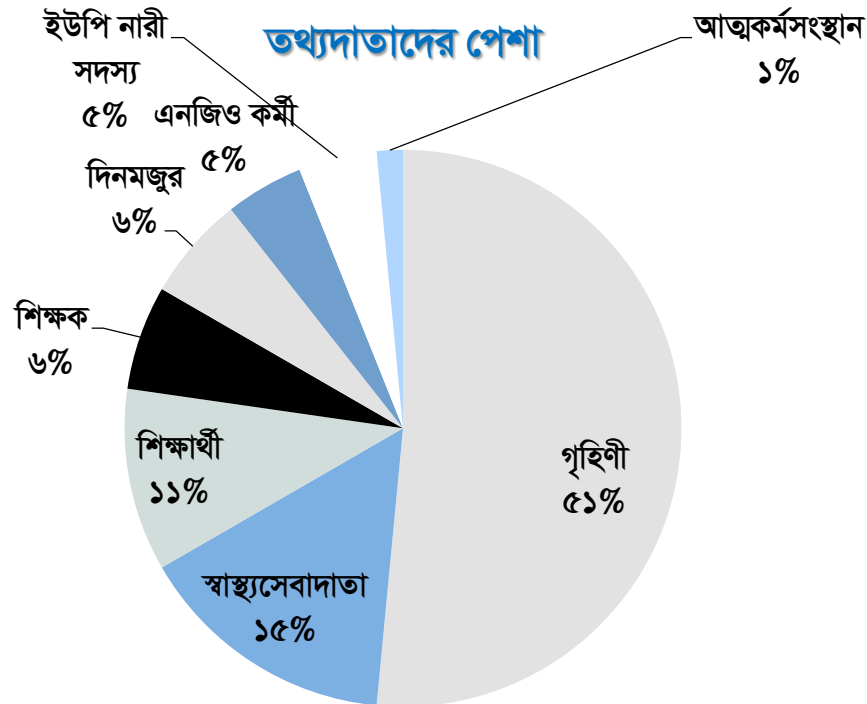
ধন্যবাদ

তথ্যদাতা সংক্রান্ত তথ্য

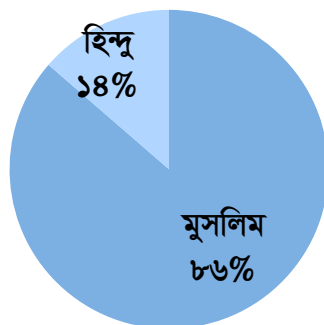
তথ্যদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা



তথ্যদাতাদের পেশা



তথ্যদাতাদের ধর্ম



গবেষণা এলাকা পরিচিতি

	গাজীপুর জেলার ইউনিয়ন	জামালপুর জেলার ইউনিয়ন
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	পাঁচ কিমি দূরে অবস্থিত	৩০ কিমি দূরে অবস্থিত
শিক্ষার হার	৫৮.৫% (নারী ৫৬.৯%, পুরুষ ৬০.২%)	৩১% (নারী ২৫%, পুরুষ ৩৭%)
ধর্মীয় পরিচয়	৯০% মুসলিম	৯৯.৫% মুসলিম
পেশা	প্রায় ৬০% কৃষিজীবী, ১৫% পশুপালন, ৮% দিনমজুর	প্রায় ৭৫% কৃষিজীবী, ১৩% কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা, ৩% ক্ষুদ্র ব্যবসা/ দোকান
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নারী	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধানশিক্ষক - ১০, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৮, উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা - ১	নারী ইউপি সদস্য - ৩, প্রধানশিক্ষক - ৮, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী - ২, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৬
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, গ্রামীণ ব্যাংক, এনজিও	কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, গ্রামীণ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, জীবন বীমা (বেসরকারি), এনজিও
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	ভিজিডি - ২০০, বিধবা ভাতা - ১৫৯, বয়স্ক ভাতা - ৭৫০, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩০, প্রসূতি ভাতা - ৩০	ভিজিডি - ১১২, বিধবা ভাতা - ১৬৫, বয়স্ক ভাতা - ২৫৫, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩, প্রসূতি ভাতা - ২২



“চেয়ারমেন কয়, তোমারে চাকরি দিছি টাকা নেই নাই, তুমি বোঝ না কি চাই, তুমি আমার সাথে প্রেম করবা। আমি বলছি মামা আমার প্রেমের বয়স নাই। ৮ বছর বিয়া হইছে ৫ বাচ্চার মা হইছি। আর আমার ধর্মেও এগুলান নাই। বেশি করলে বড় অফিসারেরে জানাব বইলা চইলা আসছি। চেয়ারমেনের নজর খুবই খারাপ - খালি হিন্দু না, মুসলমানগো লগেও এমন করত।”

“দারোগা আমাকে প্রস্তাব দেয় যদি আমি তার সাথে থাকি তাহলে আমার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। থানার নিচের পদের আরও কয়েকজনও এ ধরনের ইঙ্গিত করেছে।”



“আপা এ ধরনের কথা কেউ বলবে না বা স্বীকার করতে চায় না, তবে এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই টাকার হিসাবে চার লক্ষ আর হাই স্কুলে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা করে দিতে হয়। এমনকি এখন প্রাথমিক স্কুলে দপ্তরি নিয়োগেও এক লক্ষ টাকা লাগে।”

“আমি দুইবার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার পরীক্ষা ভাল হলেও নিবন্ধন হচ্ছে না। কারণ যদি আমার কোনো পরিচিত লোক থাকত তাহলে তাকে টাকা দিয়ে নিবন্ধন সহজে হয়ে যেত। ছেলেরা সহজেই ঘুষ দিয়ে নিবন্ধন নিয়ে নিতে পারছে। যেহেতু আমি একজন নারী সেহেতু আমার কোনো ‘চ্যানেল’ নাই। ফলে আমি এ জায়গায় পিছিয়ে আছি”

“প্রথম সালিশের মাঝখান থেকে কয়েকজন চলে যায়। তারা আমাকে বলে, ‘খালি মুখে সালিশ হয় না’। জমি নিয়ে সমস্যা শুরু হবার আগে এরা কয়েকজন আমার কাছে আসে এবং এক শতাংশ জমির দাম (প্রায় ১ লক্ষ টাকা) চায়। তারা বলে এই টাকা দিলে জমি নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না। যারা টাকা চায় তাদের কথা হল যে, আমি বিলের পাশ থেকে রাস্তার পাশের দামি জমিতে চলে আসছি, এর জন্য মূলত চাঁদা দিতে হবে।”

“চেয়ারমেন আমাকে সরাসরি বলে ৩,০০০ টাকা দিলে আমার পক্ষে কথা বলবে আর যদি ছেলে পক্ষ বেশি টাকা দেয় তাহলে তাদের পক্ষে কথা বলবে। আমি তাকে টাকা দেই কিন্তু ছেলে পক্ষ ৫,০০০ টাকা চেয়ারমেনকে দেয়ায় তাদের পক্ষে সে কথা বলেছে।”



“৪১ জনের কাজের কথা ছিল। কিন্তু ... মেস্বার ৩৬/৩৭ জনরে দিয়া
কাজ করাইছে। টাকা দেওয়ার দিন ৪১ জনরে ভূর কইরা আনে।
আর কেউ কাম দেখতে আইলে তহনও ৪১ জনরে দেহায়।
এইগুলার টাকা মেস্বারে খায়। ১৭৫ টেকা দিনমজুরি, ৪১ দিন কাম
হওয়ার কথা, কিন্তু ছয়দিন কাম কম হইছে, এই টেকাও ... খাইব।
এই কাজ দেওয়ার কথা গরীবগো। ... অনেকরে কাম দিছে যাগো
জমি আছে, ২০ মণ ধান পায়। মুখ চিইন্যা কত জনরে কাম
দিছে।”



“মেম্বারনী আমারে কয়, ‘কার্ড আছে, করবেন? চারটা কার্ড পাইছি, এহন একটাই আছে। নিলে নেন, না নিলে আরেকজনরে বেশি টাকায় দিয়া দিমু’। আমি করমু (নিতে চাই) কইলে কয় টাকা লাগব জিগাই। মেম্বারনী কয় ‘২৭০০ টাকা দিতে হইব’। দশ হাজারের মত পামু, ৩,০০০ দিয়াও যদি ৭,০০০ পাই তাইত লাভ। কিন্তু বলে নাই সরকার ফ্রি টাকা দিতেছে। তাইলে হয়ত টাকা দিতাম না। আমরা গরীব মানুষ অল্প কিছুর বদলে কিছু পাইলেই তো লাভ।”



“আমরা মহিলা (মেম্বার), আমাদের দাম নাই। সব কাজ খেইকা দূরে রাখে। কাজ করতে চাইলে ঝগড়া হয়। আমরা কার্ড কম পাই, যে কোনো কাজ আসুক আমরা কম পাই। এবার ভিজিএফের ২,৩৫০টা কার্ড আসছে, তার মধ্যে আমার ভাগে পরছে ৬০টা, এর মধ্যে আবার কেরানি রাখছে একটা। চেয়ারমেন, সচিব সবাই রাইখা ১৪টা কম পাইছি। এগুলো কারে দিব? কেউ আইসা না পাইলেই তো কয়, ‘তোমারে পাশ করাইলাম কে? আবার ভোট চাইতে যাইও’। রাস্তার কাম আসে আমাগো দেয় না। কেউ যদি ঝগড়া কইরা নিতে পারে তয় পায়। আমাগো কমিটিতে রাখে কিন্তু কোনো কাম নাই। আরও দায়িত্ব পালন করতে গেলে মাইর খাওয়া লাগে।”



“পরিষদের বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এসব ব্যাপারে আমাদের কোনো মতামত, বিশেষ করে মহিলা মেম্বারদের মতামত তারা নেয় না। এছাড়া পরিষদে হোক আর চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়ে হোক, আমাদের কাছ থেকে চেকে সই নিয়ে নেয়। এ পর্যন্ত আমি চারটা চেকে সই দিছি। এর জন্য আমারে ৪০ হাজার টাকা দিছে। চেয়ারম্যানের বাড়িতে গেলে একটা ঘর আছে সবাইকে বসায়। তারপরে ভিতরে একজন একজন করে ডেকে চেকে সই নেয়। আমি তো পড়ালেখা করি নাই, বেশি জানি না এসব খবরাখবর।”



“কাজ রেকি করতে গেলে কম শ্রমিক দেখে এবং জব কার্ড না পেয়ে রেজিস্ট্রারে সই করতে মানা করি। তখন মেম্বার প্রথমে ফোনে গালাগালি করে ও হুমকি-ধামকি দেয়। এরপর রাস্তায় আমাকে ও ছেলেকে মেম্বার তার লোকদের দিয়ে মারধোর করে। এই বিষয় নিয়ে পরিষদে প্রথমে নালিশ করি। চেয়ারমেন কোন বিচার না করে আমাকে বলেন যে মেম্বারকে নোটিশ দিয়েছি এমন আর হবে না। এখানে বিচার না পেয়ে আমি ইউএনও’র অফিসে লিখিত নালিশ জানাই, ইউএনও’র সাথে দেখাও করি। ইউএনও’র অফিস থেকে বিচারের কাগজ এসি ল্যান্ড অফিসে পাঠানো হয়। সেখানেও এসি ল্যান্ডের সাথে দেখা করি। বিচারের জন্য কিছু দিন আগে নোটিশ আসলে আমি ২৪ জন শ্রমিককে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসি ল্যান্ড অফিসে যাই। বিবাদী পক্ষ ছিল কিন্তু এসি ল্যান্ড না থাকায় সেদিন বিচার হয় নি।”

“গেছি ডাক্তার দেখাইতে। লাইনে খাড়াইয়া আছি তো আছি। ডাক্তার যেমন-তেমন, নার্সদের ব্যবহার ভাল না। নার্সরা পারলে মারতে আসে। পরে কইছি আপনাগোরে বেতন দেয় আমাগোরে দেখার লাইগ্যা। কিন্তু দেখে না। তার উপর আমরা গরীব মানুষ, আমাদের সাথে তো আরও খারাপ ব্যবহার করে ... কী যে খারাপ ব্যবহার তাদের। যারা লাউয়ের ডগা, একটু কচু লইয়া যায় তাদের আগে দিব।”

“আমি একা মহিলা মানুষ, তারপরে হিন্দু সেই জন্য আমারে এই কথা বলতে পারে না। আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাইলে আমি অনেক জায়গায় যাইতাম, দৌড়াদৌড়ি করতে পারতাম।”



একজন নারীর ‘নারী নির্যাতনের মামলা’ পরিচালনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ

পর্যায়	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)
থানায় মামলা করার জন্য ঘুষ	২,০০০ - ৫,০০০
বাড়িতে এসে মামলার অনুসন্ধানের জন্য চা-নাস্তা বাবদ	৩০০ - ৬০০
মামলা কোর্টে উঠানোর জন্য	৫,০০০
আসামী ধরতে যাওয়ার জন্য পুলিশের গাড়ির তেলের খরচ ও যাতায়াত বাবদ	২০,০০০ - ৪০,০০০
প্রতি শুনানিতে ঘুষ বাবদ	১০,০০০ - ১৫,০০০



নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ- সামাজিক কাঠামো

- নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা
- জেডার ভূমিকা
- লৈঙ্গিক পরিচয়
- সামাজিক রীতি-নীতি - বহুবিবাহ; যৌতুক; বাল্যবিবাহ; তালাক/ পরিত্যাগ
- বৈষম্যমূলক আইন
- প্রশাসনিক কাঠামো

ক্ষমতায়নের ঘাটতি

- রাজনৈতিক - প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা; সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা; দলীয় অবস্থান
- অর্থনৈতিক - অর্থনৈতিক অবস্থা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ
- সামাজিক - অবস্থান; যোগাযোগ; সচেতনতা; ধর্মীয় পরিচয়

অভিগম্যতার ঘাটতি

- বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ - প্রত্যক্ষ; পরোক্ষ
- তথ্য/ শিক্ষা - বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য (সেবাদাতা হিসেবে, সেবাগ্রহীতা হিসেবে)
- যোগাযোগ ব্যবস্থা - ভৌত অবকাঠামো; প্রযুক্তি

সুশাসনের ঘাটতি

- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি
- অংশগ্রহণের ঘাটতি
- আইনের শাসনের ঘাটতি

